অনিরাপদ কর্মপরিবেশ : শ্রমিকের অকালমৃত্যু অব্যাহত

উন্নয়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির ডামাডোলের মধ্যেই ভয়ংকর অনিরাপদ কর্মপরিবেশে নিয়মিত মৃত্যুবরণ করছে বাংলাদেশের শ্রমিকরা। শুধু গার্মেন্ট সেক্টর নয়, নির্মাণ, কৃষি, দিনমজুর, ইস্পাত, জাহাজভাঙা, পাথরভাঙা ইত্যাদি কোনো আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতেই শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নেই। দেশে কোন কোন খাতে কী কারণে শ্রমিকরা নিয়মিত হতাহত হচ্ছে, পঙ্গুত্ববরণ করছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানও রাষ্ট্র রাখার প্রয়োজন মনে করে না। নেই চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও প্রতিরোধের কোনো আয়োজন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ওপর নির্ভর করে বেসরকারিভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর ধরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হিসাব করার চেষ্টা করছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই সকল দুর্ঘটনার কথা উঠে আসার কথা নয়। তাছাড়া কর্মস্থলে সরাসরি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাড়াও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের কারণে প্রতিবছর ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করে বহু শ্রমিক, যার কোনো হিসাব কারো কাছেই নেই। দেশের বিভিন্ন ইটভাটা, চাতাল, করাতকল, ইস্পাত কারখানা, জাহাজভাঙা শিল্প, রাসায়নিক ও প্লাস্টিক কারখানা, চামড়া, পাথরভাঙা ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক কর্মপরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করার ফলে ঠিক কত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, কত শ্রমিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ধুঁকছে তার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না।

বেসরকারি সংস্থা সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির ১৫টি জাতীয় দৈনিক এবং ১১টি আঞ্চলিক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ওপর ভিত্তি করে তৈরি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মস্থলে বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা ৩৮২, যা ২০১৫ সালে ছিল ৩৭৩ এবং ২০১৪ সালে ৩২০।

ছক ১ : কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু (২০০৮ থেকে ২০১৬)

সাল	শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা
২০০৮	৩২০
২০০৯	২৬৫
২০১০	৩৮৩
২০১১	৩৮৮
২০১২	৩৭৮*
২০১৩	৩৭৬**
২০১৪	৩২০
২০১৫	৩৭৩
২০১৬	৩৮২

* তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে নিহত অন্তত ১১২ জন শ্রমিকের মৃত্যু বাদ দিয়ে এই হিসাব
** রানা প্লাজা ধসে অন্তত ১১৩৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু বাদ দিয়ে এই হিসাব

সূত্র : সেফটি অ্যান্ড রাইটস, ২০১৬

সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির হিসাব অনুসারে বিভিন্ন খাত ও দুর্ঘটনার কারণ অনুযায়ী শ্রমিক মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ছক-২ থেকে দেখা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিক মৃত্যুর হার সর্বাধিক। এর পরেই রয়েছে নির্মাণ, সেবা ও পরিবহন খাত। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডে (মৃত ও নিখোঁজ ৪৫)।

ছক ২ : বিভিন্ন খাতে কর্মস্থলে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা, ২০১৬

খাত	মৃত্যুর সংখ্যা	শতকরা হার
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৩৬	৩৬
নির্মাণ	১২৫	৩৩
সেবা	৬৬	১৭
পরিবহন	৪৯	১৩
কৃষি	৬	১
মোট	**৩৮২**	**১০০**

ছক ৩ : কর্মস্থল অনুযায়ী বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা, ২০১৬

কর্মস্থল	শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা
প্লাস্টিক কারখানা	৪৮
গার্মেন্ট	২০
চালকল	১১
জাহাজভাঙা	৮
পাথরভাঙা	৭
রিসাইক্লিং	৬
ইটভাটা	৫
তামাক কারখানা	৫
লাইটার কারখানা	৪
লবণ কারখানা	৪
তেলের মিল	২
রেস্তোরাঁ	২
স্পিনিং মিল	২
সিমেন্ট কারখানা	১
ডায়িং কারখানা	১
কারখানা	১
আইসক্রিম কারখানা	১
চামড়াশিল্প	১
কাগজকল	১
ফার্মাসিউটিক্যালস	১
রেলওয়ে কারখানা	১
লবণের মাঠ	১
সেমাই কারখানা	১
জুতা কারখানা	১
স্টিল মিল	১
মোট	১৩৬

ছক-৩ থেকে দেখা যায়, পাস্টিক (৪৮), গার্মেন্ট (২০), চালকল (১১), জাহাজভাঙা (৮), পাথরভাঙা (৬) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। নির্মাণ খাতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটেছে ভবন নির্মাণ (১১৭) খাতে, তার পরেই রয়েছে ব্রিজ (৩) ও ফ্লাইওভার (২) নির্মাণে।

ছক ৪ : কর্ম অনুযায়ী সেবা খাতে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা, ২০১৬

কাজের ধরন	শ্রমিক মৃত্যু
দিনমজুর	২৮
ওয়ার্কশপ	৯
ইলেকট্রিশিয়ান	৬
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৩
তেলের পাম্প	২
পাথরভাঙা	২
টেলিকম	২
মেকানিক	১
বিটিভি	১
রাসায়নিক কারখানা	১
কোল্ড স্টোরেজ	১
ডেকোরেটর	১
ডিশ লাইন	১
গৃহকর্মী	১
বৈদ্যুতিক সরবরাহকারী	১
বৈদ্যুতিক কাজ	১
ফিলিং স্টেশন	১
ফিশারিজ	১
তেলের ডিপো	১
সেলুনকর্মী	১
দোকান কর্মচারী	১
টিউবওয়েল	১
মোট	৬৭

ছক-৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালে সেবা খাতের কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেছে দিনমজুর (২৮)। এরপর রয়েছে ওয়ার্কশপ শ্রমিক (৯) ও ইলেকট্রিশিয়ান (৬)।

ছক-৫ থেকে দেখা যায়, সর্বাধিকসংখ্যক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছে ভারী বস্তুর নিচে চাপা পড়ে (৮৪)। এরপর রয়েছে আগুনে পুড়ে (৬৩), বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে (৫৭), উঁচু স্থান থেকে পড়ে (৪৯), সড়ক দুর্ঘটনায় (৪৮), বিস্ফোরণে (২৮), শ্বাসরুদ্ধ হয়ে (২৪) ও দেয়াল ধসে (১১) মৃত্যু।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অক্যুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশনের কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন অনুসারে এই মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি–২০১৬ সালে অনিরাপদ কর্মক্ষেত্রের কারণে বিভিন্ন সেক্টরে ১২৪০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৫৪৪ জন। গত বছরের তুলনায় শ্রমিক নিহতের সংখ্যা বেড়েছে ২৮৯। ২০১৫ সালে নিহত হয়েছিল ৯৫১ জন। ১৫টি সংবাদপত্র এবং ওশির উদ্যোগে মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকদের মধ্যে ৩৫৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং ৮৮১ জন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করত।

সেক্টরভিত্তিক তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ সালে পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ ৪৮৬ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। ১৪৭ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে নির্মাণ খাতে, পোশাকশিল্পে নিহত ৮৮, কৃষি শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা ৮৭ (যাদের মধ্যে বজ্রপাতে মারা গেছে ৫৫ জন), দিনমজুর নিহত হয়েছে ৬৯ জন, টাম্পাকো ফ্যাক্টরি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪৭ জন এবং নিখোঁজ রয়েছে ৩ জন।

এছাড়া ৩৪ জন গৃহকর্মী, ২৩ জন জাহাজভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিক এবং ৪৪ জন মৎস্যচাষি ও জেলে পেশাগত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতাধীন আমিনবাজার স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে দুজন ওয়েস্টপিকার মারা যায়। অন্যান্য সেক্টরে নিহতের সংখ্যা ২১৩।

পরিবহন খাতে নিহত হয়েছে সর্বোচ্চসংখ্যক শ্রমিক। ২০১৬ সালে এই খাতে নিহত হয়েছে ৪৮৬ জন, অথচ ২০১৫ সালে ৩৪৭ জন পরিবহন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল।

প্রতিবেদনে কর্মস্থলে হতাহতের উলেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকাণ্ড, ভবন বা স্থাপনা থকে পড়ে যাওয়া, বজ্রপাত, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, সহিংসতা, গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন, দেয়াল-ভবন-ছাদ ও ভূমিধসের কথা বলা হয়েছে।

সংকলন: কল্লোল মোস্তফা

টেবিল ৫ : কর্ম অনুযায়ী নির্মাণ খাতে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা, ২০১৬

বিভিন্ন খাত	মৃত্যুর কারণ															মোট
	ভারী বস্তুচাপা পড়া	আগুন	বিদ্যুৎস্পৃষ্ট	উঁচু থেকে পতন	সড়ক দুর্ঘটনা	বিস্ফোরণ	শ্বাসরুদ্ধ	দেয়ালধস	পানিতে ডোবা	বজ্রপাত	বয়লার বিস্ফোরণ	পানিশূন্যতা	নদীতে ডুবে	অতিরিক্ত খাটুনি	অজানা	
কৃষি	-	-	৩	-	-	-	-	-	-	৩	-	-	-	-	-	৬
নির্মাণ	৪৯	-	১৩	৩৯	-	৩	১২	৮	-	-	-	-	-	-	১	১২৫
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭	৬২	১২	৬	৫	১৭	১০	২	-	১	২	১	-	১	-	১৩৬
সেবা	১২	১	২৯	৪	-	৮	২	১	৮	-	-	-	১	-	-	৬৬
পরিবহন	৬	-	-	-	৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৯
মোট	৮৪	৬৩	৫৭	৪৯	৪৮	২৮	২৪	১১	৮	৪	২	১	১	১	১	৩৮২